চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ১৩ মার্চ ২০২২

জহুর হকার্স মার্কেটে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ স্থান পরিদর্শনে মেয়র

জহুর হকার্স মার্কেটে ক্ষতিগ্রস্থদের আর্থিক সাহায্য ও পাশে থাকার আশ্বাস

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ব্যবসা করতে হলে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দুর্যোগ দুর্বিপাক কাউকে বলে কয়ে আসে না। তবে ব্যবসায়ীরা পরিবেশ ঠিক রাখতে পারলে যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব। নগরীতে যেসব মার্কেটগুলো আছে প্রায় মার্কেটে ব্যবসায়িক পরিবেশ নেই বললেই চলে। এরজন্য দায়ী যারা ব্যবসা করেন তাদের অসাবধানতা। সম্প্রতি জহুর হকার্স মার্কেটে যে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে তাতে ফায়ার সার্ভিসের দক্ষতার কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মার্কেটে আগুন নেভানোর জন্য পানির যে উৎস প্রয়োজন তা নেই। একটি রিজার্ভার তৈরির করার জন্য অনেক আগে থেকে সিদ্ধান্ত হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। তিনি ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে এখন থেকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। আজ রোববার সকালে পৌর জহুর হকার্স মার্কেটে সম্প্রতি অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ স্থান পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, আবদুস সালাম মাসুম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর রুমকী সেনগুপ্ত, কাজী মাহমুদুল হক, আলহাজ্ব আবু জাফর, জালাল উদ্দিন, এম.এ সালাম, সাহাবুদ্দিন, প্রদীপ বড়ুয়া প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, নগরীর পৌর জহুর হকার্স মার্কেটটি সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত। ক্রেতা সাধারণের চলাচলের জন্য যেসব অলিগলি আছে তাও ব্যবসায়ীরা নিজেদের পণ্য রেখে চলাচলের অযোগ্য করে রেখেছে। যে কারণে ক্রেতা সাধারণদের ভোগান্তি হয় অন্যদিকে অগ্নিকান্ডের মত দূর্ঘটনা ঘটলে তা প্রতিহত করতে বেগ পেতে হয়। তাছাড়া ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে দলাদলি করার কারণে মার্কেট পরিচালনা করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে যে কমিটি গঠন করা হত তা দীর্ঘদিন থেকে অনুপস্থিত। তিনি নিজেদের মধ্যে দলাদলি পরিহার করে অবিলম্বে শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে আহ্বান জানান। নয়তো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মার্কেট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়র ফায়ার সার্ভিসের সাথে কথা বলে মার্কেটে আগুন নেভানোর জন্য পানির উৎস হিসেবে একটি রিজার্ভার তৈরি ও ওয়াসার মাধ্যমে ফায়ার হাইড্রেইনের ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করে। তিনি ব্যবসায়ীদের অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম মজুদ রাখার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। মেয়র মার্কেটের অলিগলি দখল করে যে জঞ্জাল তৈরি করা হয়েছে তা নিজেদের উদ্যোগে সরিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিবেশের ক্ষতিকারক পলিথিন ব্যবহার রোধে ওলামায়ে কেরামদের ভূমিকা রাখতে হবে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সমাজে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ-মাদ্রাসায় ইমাম মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকরা কোরআন হাদিসের আলোকে যে উপদেশ দেন তা সমাজের মানুষ সহজে গ্রহণ করে। তাই পলিথিন ব্যবহার বন্ধে চসিক যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও শুক্রবারের নামাজের খুতবা পড়ার সময় পলিথিনের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরলে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি পলিথিন নষ্ট করছে পরিবেশ। এই অপচনশীল পদার্থ দীর্ঘদিন প্রকৃতিতে অবিকৃত অবস্থায় থেকে মাটিতে সূর্যালোক, পানি ও

অন্যান্য উপাদান প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। পলিথিনের কারণে নগরীর জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। কর্ণফুলী নদীর তলদেশসহ নগরীর শাখা খাল-নালা ও জলাশয়ের তলদেশে আজ পলিথিনের পুরু স্তর সৃষ্টি হয়েছে যে কারণে পানি নিষ্কাশনে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চসিক নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে পলিথিন ব্যবহার না করার জন্য মার্কেটসহ বিভিন্ন স্থানে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ইমাম-মুয়াজ্জিন ও শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আজ রোববার সকালে চসিক পুরাতন নগর ভবনের কে বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে নগরীর ওলামায়ে কেরামদের সাথে পলিথিনের ব্যবহার রোধ বিষয়ক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম'র সভাপতিত্বে ও মাদ্রাসা পরিদর্শক মাওলানা মো. হারুনুর রশিদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, মাওলানা মো. সোলায়মান।

তিনি আরো বলেন, সবচেয়ে বড় বিষয় হলো পরিবেশ ক্ষতির সম্মুখীন হলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শপিংমলে চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা শুরু করেছে। এতে মানুষ সচেতন না হলে আরো কঠিন শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। তবু আমাদের চট্টগ্রামকে বাঁচাতে হবে। তিনি নগরবাসীকে পাট বা কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম বলেন, কোন কিছুর অভ্যাস হঠাৎ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, মানুষকে সচেতন করে আস্তে আস্তে তা পরিবর্তন করতে হবে, পলিথিন এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে অবগত করতে উপস্থিত ওলামায়ে কেরামদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

ইরাকের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্স'র সাথে সাক্ষাতে মেয়র

ইরাকের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সব সময় অটুট থাকবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বাংলাদেশ ও ইরাকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মেয়রের সাথে আজ রোববার নগর ভবনে তাঁর দপ্তরে ইরাকের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্স আব্দুলসালাম সাদ্দাম মুহাইছেন সৌজন্য সাক্ষাত করলে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সাক্ষাতকালে মেয়র বলেন, ইরাক বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, যে বন্ধুত্বের ভিত্তি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচনা করে গেছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২সালের ৮জুলাই ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ইরাকের সাথে বন্ধুত্বের গুরুত্বের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, ইরাকের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অনেকগুলোর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। পৃথিবীর অনেক দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগে এগিয়ে আসছে। ইরাকের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ করলে লাভবান হবেন। বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা সহজ করেছে এবং বেশকিছু আকর্ষনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। ইরাক বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এ সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। মেয়র ইরাকের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্সকে নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা সম্পর্কে ধারণা দেন এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের সৌন্দর্য অবলোকন করার আহ্বান জানান।

এসময় ইরাকের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্স আব্দুলসালাম সাদ্দাম মোহাইছেন বলেন, বাংলাদেশে আসার পর চট্টগ্রামে এটা আমার প্রথম সফর। নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং আতিথেয়তায় আমি বিমুগ্ধ। অপার সম্ভাবনাময় বন্দর নগরী চট্টগ্রামে যেকোন দেশ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ইরাক বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে আগ্রহী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম, কাউন্সিলর সালেহ আহমদ চৌধুরী, মো. নুরুল আমিন, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম প্রমুখ। সাক্ষাতে মেয়র ইরাকের চার্জ ডি এ্যাফেয়ার্সকে চসিক মনোগ্রাম খচিত ক্রেস্ট উপহার দেন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩